নিবেদন

উত্তরবঙ্গের যে সংস্কৃতির সঙ্গে আমি আজন্ম পরিচিত, সেই লোকসংস্কৃতিকে এভাবে গবেষণার আকারে রূপ দেওয়া যেতে পারে কোনদিন ভাবতে পারিনি। বিশেষ করে লোকনাটক। গ্রামীণ কৃষিনির্ভর পরিবারে জন্ম হওয়ায় কম বেশি এখানকার লোকনাটক সম্পর্কে পরিচয় লাভ করেছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের একটি অন্যতম জনপ্রিয় লোকনাটক বিষহরা। প্রতিটি বিবাহ উপলক্ষে আমাদের পরিবারে বংশপরম্পরায় এই লোকনাটক অভিনীত হয়ে আসছে। তাই শৈশব থেকেই আমি এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই লোকনাটকটির বিবর্তিত রূপ প্রত্যক্ষভাবে আমার চোখে ধরা পড়েছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো ভাব গভীর আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করিনি। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে স্নাতকোত্তর পড়াকালীন লোকসাহিত্য বিষয় পড়ার ফলে পুরনো কৌতূহল নতুন করে জেগে ওঠে। সেই সময় থেকেই কেবল কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি নয়, পাশাপাশি অন্যান্য জেলাগুলির লোকনাটক সম্পর্কে জানার আগ্রহ জন্মায়। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর লোকনাটক নিয়ে গবেষণাকর্মের জন্য ড. দীপক কুমার রায় মহাশয়ের কাছে দিক নির্দেশ পেয়ে যাই। তিনি এই বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক ও আকর গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন এবং লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেন। এছাড়া উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সেখানকার বিশিষ্ট লোকনাটকগুলি স্বচক্ষে অনুধাবন করার সুযোগ পাই। এরপর সবদিক বিচার করে আমার প্রকল্পধৃত গবেষণাকর্মের শিরোনাম স্থির হয় 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে রূপান্তর।'

লোকসাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে যাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, অধ্যাবসায় ও অসম্ভব পরিশ্রমের সামর্থ আমাকে প্রথম থেকে অনুপ্রাণিত করেছে, তিনি আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. দীপক কুমার রায়। এই বিস্তৃত পর্যালোচনার তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দানের মাধ্যমে তিনি আমার গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করেছেন। তাঁর অদম্য প্রেরণা ও উৎসাহ আমার জীবনের মূল্যবান পাথেয়। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। পাশাপাশি আমার শিক্ষক এবং বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. নিখিলেশ রায় বিভিন্ন সময়ে উৎসাহ সহকারে লোকনাটকগুলির সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে অনেক মূল্যবান সময় আমাকে দিয়েছেন তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। এছাড়া বাংলা বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড. সুবোধকুমার যশ লোকসাহিত্য বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা করে বিষয়টিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছেন, তাঁকে আমার আন্তরিক প্রণাম জানাই। এছাড়াও যাঁরা আমার গবেষণাকর্মে প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁরা হলেন বাংলা বিভাগের (প্রাক্তন) অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট ও অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তাঁদের জ্ঞানগর্ভ নিরলস আলোচনা আমাকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের কাছে আমি সর্বদা কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি বাংলা বিভাগের দুই অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল ও ড. তপন মণ্ডল মহাশয়ের সস্নেহ বিভিন্ন পরামর্শ এই গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। এই সুযোগে তাঁদের প্রতিও আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শিক্ষায়তনের বাইরে যাঁরা আমাকে গবেষণাকর্মে উৎসাহ ও পরামর্শ দানে সমৃদ্ধ করেছেন, সেইসব লোকসংস্কৃতি প্রেমীরা হলেন স্বর্গীয় দিলীপ দাস, দীপ্তি রায়, সবিতা দাস, দিলীপ বর্মা, প্রদীপ সিংহ রায়, জ্যোতির্ময় রায়, অসমের দ্বীজেন ভকত প্রমুখ। তাঁদেরকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের লোকসংস্কৃতি গবেষক বিশেষত দীনেশ রায়, নগেন্দ্রনাথ রায়, তারণ সিংহ, খুশী সরকার, রমনীমোহন বর্মা, জীতেন বর্মণ, গর্জন মল্লিক, গুরুদাস সিংহ প্রমুখরা যেভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমার এই গবেষণাকর্মকে তথ্যবহুল করেছেন তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে আমাকে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘদিন কাটাতে হয়েছে। এই সময় যাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, আবার অনেক সময় অযাচিতভাবে আমাকে সাহায্য করেছে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না। লোকনাটকের দলগুলির মূল গায়ক, দোয়ার, নর্তকী, বাদ্যযন্ত্রী প্রমুখদের কাছ থেকে লোকনাটক বিষয়ে যত ধরনের সাহায্য পেয়েছি, তা এককথায় অবর্ণনীয়। কোন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয়, কেবল লোকসংস্কৃতিকে ভালোবেসে তাঁরা বিভিন্ন তথ্যের যোগান দিয়ে আমার গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই সকল খ্যাতনামা ও অনামী লোকশিল্পীদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

ক্ষেত্রসমীক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেভাবে আমাকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও নানা তথ্য দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার স্টেট লাইব্রেরী, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার প্রভৃতি। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি আমার গবেষণাপত্রের সহায়ক হয়েছে। এখানকার প্রাতিষ্ঠানিক কর্তাব্যক্তিদের প্রতিও রইল আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের অন্তর্গত রাজীব গান্ধী জাতীয় বৃত্তি [No. F.14-2 (Sc)/2008 (SA-III)] লাভ করে আর্থিক দিক থেকে গবেষণা কর্মে সহায়তা পেয়েছি।

এছাড়া যাদের কথা না বললেই নয়, ক্ষেত্রসমীক্ষায় সঙ্গদানসহ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির প্রুফ সংশোধন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নানা কাজে সাহায্য করেছে আমার জীবনসঙ্গী বিশ্বজিৎ ও ভাই সুশান্ত। বর্ণ সংস্থাপন ও অক্ষর বিন্যাসে সাহায্য করেছে প্রিয় ভাইপো সুজিৎ। বিভিন্ন সময়ে বিরক্ত করা সত্ত্বেও সহস্রাধিক পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ ও সংশোধন কর্মে সময় দিয়ে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের অবয়ব দান করেছে। তাদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাই। সবশেষে বলব তাদের কথা যাদের অনলস প্রচেষ্টা ও আশীর্বাদ ছাড়া আজ এ জায়গায় হয়তো কোনদিনই পৌঁছতে পারতাম না সেই বাবা ও মা, তাদের শতকোটি প্রণাম।

মৌসুমী দাস

তারিখ- ২৬.১২.১৪

(মৌসুমী দাস)